ধর্মনিরপেক্ষতা

আভিধানিক অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলতে এমন একটি আদর্শকে বোঝায়, যা মনে করে সমাজের নীতিবোধ তৈরি হবে মানুষের ইহজগতের ভালোমন্দের বিচারে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। এটি এমন একটি আদর্শ যা ঈশ্বরকে নয়, মানুষকে সমস্ত জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে, যা ধর্মকে শিক্ষা ও রাজনীতি থেকে আলাদা করে। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়াকে বোঝানো হয়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আয়েঙ্গার গণপরিষদে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে আমরা একথা বলতে চাইছি না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আভিধানিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি ভারতে ব্যবহার হয় না। বাস্তবিকপক্ষে ভারতে ধর্মকে পুরোপুরি ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা হয় না এবং রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা করা হয় না। ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ নং এই চারটি ধারাতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে যে বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে তার মাধ্যমেই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংবিধানের ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মগ্রহণ, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। এই অধিকারটি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। এছাড়া, রাষ্ট্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (২৫(২) (ক) ধারা)। আবার সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণির হিন্দুদের কাছে উন্মুক্ত রাখার জন্যও রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে (২৫(২)(খ) ধারা)। সংবিধানে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু বলতে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও বোঝানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) (খ) নং ধারায় নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার কথা বলা হলেও শিখ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কৃপাণ ধারণ ও বহন করতে

পারবে। সংবিধানের ২৫নং ধারায় উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মাচরণের অধিকার শর্তহীনভাবে ভোগ করা যায় না এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিঘ্নিত হলে, কিংবা নরবলির মতো অমানবিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হলে, অথবা দেবদাসী, সতীদাহ প্রথার মতো নীতিবিগর্হিত আচার অনুষ্ঠান চলতে থাকলে সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সুতরাং, এগুলি বন্ধ হওয়া দরকার।

Scanned by Easy Scanner

২৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় (Religious denomination) (১) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার, (২) নিজ নিজ ধর্মবিষয়ক কার্যাবলি পরিচালনা করার, (৩) স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করার এবং (৪) আইনানুসারে এই সম্পত্তি পরিচালনা করার অধিকার ভোগ করবে। এই অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, নীতিবোধ ও জনস্বাস্থ্যের কারণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতি অথবা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রকার কর প্রদান করতে বাধ্য করা যাবে না। তবে মন্দির দর্শন, বিগ্রহ দর্শন, পূজা ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তি বা অনুদান ধার্য করা যায়, যা কার্যত করধার্যেরই বিকল্প ব্যবস্থা বলা যায়। ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থ দ্বারা পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং ধর্মমূলক উপাসনায় যোগদান করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আবার, যেসব শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিংবা সরকারি অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত, সেগুলিতেও শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। তবে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু কোনো দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে, যদি দাতার উইলে কোনো বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ থাকে।

২৫ থেকে ২৮ নং ধারাগুলি ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সংবিধানের প্রস্তাবনায় মতপ্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। ১৫ ও ১৬ নং ধারায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণিবিভাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধন করা হয়েছে। সংবিধানের ২৯ (২) নং ধারায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং ৩২৫ নং ধারায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে যে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, স্বাধীন ভারতে তা বাতিল করা হয়েছে। সংবিধানের ২৯ নং ধারায় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের ৪৪ নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে একই প্রকার দেওয়ানি আইন প্রযোজ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এগুলি সবই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক উপাদান।

কিন্তু ভারতবর্ষে যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ চালু রয়েছে, পশ্চিমি দেশগুলিতে সেরূপ দেখা যায় না। বিভিন্ন ধর্মকে রক্ষা করা বা তার সমন্বয় ঘটানো ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নয়। সমাজ ও রাজনীতির ওপর ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করাই ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্রপরিচালনা, শিক্ষানীতি, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখা। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে তা হচ্ছে না। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকছে না, ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা হচ্ছে না। হিন্দু মৌলবাদীদের খুশি করার

Scanned by Easy Scanner

জন্য রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছে, আবার মুসলমান মৌলবাদকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মুসলিম শরিয়তি আইন পাশ করা হয়েছে। ধর্মীয় আবেগ ও সাম্প্রদায়িক প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা বারবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। এরই ফলে ভারতের সযত্নে লালিত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র আজ আক্রান্ত।

তবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার এমন কতকগুলি বিশেষ দিক আছে যা নিঃসন্দেহে অভিনব। **প্রথমত**, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা উদার (Liberal)। একটি হিন্দু অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র জনগণের ধর্মীয় সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে ক্ষান্ত থাকেনি, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও সুযোগসুবিধা সংরক্ষণও করে। উদাহরণস্বরূপ সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যে-কোনো প্রকার ধর্মগ্রহণ, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'ধর্মপ্রচারের' (propagate) অধিকারটি খ্রিস্টান ধর্মের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। তারা এই অধিকারটির সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে ধর্মান্তকরণের কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে যেতে পারে। অনুরূপভাবে শিখ ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেদের 'কৃপাণ' সঙ্গে রাখার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এই ধরনের উদারতা দেখানো হয় কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা চরম নয়, শর্তসাপেক্ষ ("Indian Secularism is not absolute, it is qualified.....")। কারণ এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি ভোগ করতে হয় জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নীতিবোধ প্রভৃতিকে ক্ষুণ্ণ না করে। ধর্মীয় অধিকারের ওপর আরোপিত রাষ্ট্রীয় বাধানিষেধের যৌক্তিকতা নিরূপণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিচারবিভাগের ওপর।

তৃতীয়ত, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাণু বা অচল (static) নয়, পরিবর্তনশীল (dynamic)। ভারতবর্ষ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছে। তাই রাষ্ট্র জনস্বার্থে এমন আইন প্রণয়ন করতে পারে যা কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অনুসৃত ঐতিহ্যবাহী নীতির পরিপন্থী; প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে রাষ্ট্র হিন্দু বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে এমন সব আইন প্রণয়ন করেছে যা চিরাচরিত হিন্দু রীতিনীতির বিরোধী। মুসলমান সম্প্রদায় চাইলে তাদের জন্যও রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্রুপদী পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে স্বতন্ত্র হলেও, নানা দিক থেকে এটি অভিনব। এটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন একটি আদর্শ যা বার বার আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও গর্বের সঙ্গে টিকে আছে।

Scanned by Easy Scanner